গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা | ২৭ মার্চ - ২ এপ্রিল ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভোট দেওয়ার আগে বিচার করে দেখুন

ভারতের নির্বাচন কমিশন ৬০ লক্ষ 'বিচারাধীন' ভোটারের ভোটাধিকারের বিষয়টি অনিশ্চিত রেখেই বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। এটাই নাকি দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা! প্রায় চার মাস ধরে নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কাণ্ডে বিপুল সংখ্যক মানুষকে চূড়ান্ত হয়রানিতে পড়তে হয়েছে। তার জন্য সুপ্রিম কোর্টও তাদের তিরস্কার করেছে। সব মিলে রাজ্যের মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার যে, ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাইরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কোনও গোপন অ্যাজেন্ডা এর পিছনে কাজ করেছে।

এই নির্বাচনে আপনি যখন ভোট দিতে লাইনে দাঁড়াবেন, কোন মাপকাঠিতে সঠিক দল এবং প্রার্থী বিচার করবেন? কোন দল সবচেয়ে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দিল তা দেখবেন? কোন দলের জাঁকজমক বেশি, নামী দামি নেতা বেশি, টাকার জোর বেশি, মস্তান-পুলিশ মাফিয়াদের হাতে রাখার শক্তি বেশি, তা দেখবেন? কে কটা মন্দির মসজিদ তৈরি করল, কিংবা ভাঙল, কে বেশি করে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক কথার ফুলঝুরি ছোটাতে পারল, কে অন্য দলের নেতা-নেত্রীকে কত খারাপ গালাগালি দিতে পারল, কে ভাতা-খয়রাতির বাজারে বেশি টাকা হাঁকল— এই সব দেখবেন?

নাকি দেখবেন, আপনার জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর কথা কোন দলের প্রার্থী সবচেয়ে ভালভাবে তুলে ধরছেন, কারা সেগুলি সমাধানের জন্য লড়াইয়ে সারা বছর সচেষ্ট থাকে, কোন দলের রাজনীতি খেটে খাওয়া মানুষের ইজ্জত কেনার চেষ্টার বদলে তাদের রক্ত ঘামের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারে? ভেবে দেখবেন কোন সে দল— যারা খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইতে যেমন সর্বদাই পাশে থাকে, নেতৃত্ব দেয় তেমন দলকে বাছবেন? গণআন্দোলনের শক্তি হিসাবে একমাত্র সেই দলই তো বিধানসভার ভিতরে এই লড়াইয়ের কণ্ঠ হয়ে উঠে মানুষের কথাকে বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরতে পারবে। ভোটে আপনার সমর্থন কোন দিকে থাকবে, তার বিচারটা এর ভিত্তিতেই হওয়া দরকার নয় কি?

ভোটে দল বিচারের মাপকাঠি ঠিক করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

দল বিচারের মাপকাঠি ঠিক করার প্রশ্নটা প্রথমেই আসছে কেন? আসছে, কারণ টিভি চ্যানেলের সান্ধ্য বিতর্কে, খবরের কাগজের পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনে আপনি যে সমস্ত দলের নেতাদের মুখ প্রতিনিয়ত দেখেন তাঁরা কেউ কি ভুয়ো প্রতিশ্রুতি, খয়রাতি, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, টাকা-মদ ছড়িয়ে ভোট কেনার প্রতিযোগিতায় একে অপরের থেকে কিছু কম যান! ঝান্ডার রং আর দলের সাইনবোর্ডের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও মাপকাঠিতে তাদের যে আলাদা করা যায় না, তা তো আপনি অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করেন। এই

চারের পাতায় দেখুন

গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোচ্চার মহিলারা। কলকাতা, ১৬ মার্চ

কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারেরই হেলদোল নেই
লোকসান থেকে আলু চাষিদের বাঁচতে চাই সংগঠিত আন্দোলন

সাম্প্রতিক অকাল বর্ষণে জেলায় জেলায় আলু চাষের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। আলু খেত জলে ভাসছে। পচে যাচ্ছে কৃষকের ঘাম রক্ত দিয়ে চাষ করা আলু। কোচবিহারের কৃষক অশ্বিনী বর্মন জানালেন, আলুচাষির বুকের ভেতর এখন শুধু কান্না আর হাহাকার।

মেদিনীপুরের কৃষক নেতা প্রভঞ্জন জানা ক্ষোভের সাথে বলেন, চন্দ্রকোণার রাঙামাটি গ্রামের আলু চাষি রাখাল আড়ি স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে চার বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন। ফল ভাল হয়েছিল। কিন্তু বাজারে আলুর দাম তলানিতে। তীব্র মানসিক চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন এই ভাগচাষি। পূর্ব বর্ধমানের গলসির রামনগর গ্রামের বুলবুল মণ্ডলও ঋণের দায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। বাজারে এখন চাষি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে আড়াই-তিন টাকা কেজি দরে আলু। চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন তারা। আরও কত কৃষক আত্মহত্যা করবে কে জানে। অথচ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুরোয় রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পাঠানো তথ্য বলছে, এ রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যা শূন্য। এই ভণ্ডামির জবাব কি মানুষ দেবে না?

আলু চাষে এখন বিঘা প্রতি খরচ মোটামুটি কত? হুগলির হরিপালের কৃষক বিশ্বনাথ ঘোষ জানালেন, এক বিঘা জমিতে সার, বীজ, সেচ, চাষ, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি সহ আনুষঙ্গিক নানা খরচ মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়। আলু উৎপাদন হয় ৮০ থেকে ১০০ বস্তার মতো। স্থান ভেদে পরিবেশগত কারণে উৎপাদনে পার্থক্য হয়। চাষি যে দামে বিক্রি করতে বাধ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

জেলায় জেলায় কৃষক বিক্ষোভ

ঘোষিত দামে সরকারকে এখনই চাষিদের থেকে আলু কেনার দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দফতরে কৃষক বিক্ষোভ। ১৮ মার্চ

এসআইআর বিরোধী উত্তাল আন্দোলন জেলায় জেলায়

হলদিবাড়ি ঃ ১২ মার্চ কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে গণ মিছিল ও বিডিও অফিস অভিযানকে সামনে রেখে ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চ হলদিবাড়িতে সড়ক অবরোধ করে। সহস্রাধিক মানুষের অংশগ্রহণে গণমিছিল হলদিবাড়ি বিডিও অফিসে আছড়ে পরে। মিছিলে প্রত্যেকের দাবি ছিল নির্বাচন কমিশনের বৈধ নাগরিকদের হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সকল নাগরিকের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ জেলায় প্রথম দফায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ভোটারের নাম বাতিল হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারির প্রকাশিত তালিকা ফের ৩৭৪০ জনের নাম বাতিল ও ৮০ হাজার ১৭৬ জন বিচারাধীন বলে উল্লেখ করা হয়। ১২ মার্চ দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ অভিযান কর্মসূচি হয় (দুয়ের পাতায় ছবি)। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়— ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় থাকা প্রতিটি ভোটারের ভোটদানের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে, সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়ার সত্ত্বেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ডিলিটেড এবং বিচারাধীন বলে চিহ্নিত সমস্ত নাগরিকের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করতে হবে, কোনও যোগ্য ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না।

দুয়ের পাতায় দেখুন

ফেরিওয়ালা থেকে গৃহশিক্ষিকা, আর্থিক অনগ্রসরদের প্রার্থী এসইউসিআই'য়ের

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

একজন বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরনো টিভি, কম্পিউটার কিনে বেচেন। ফেরিওয়ালা। অন্যজন গ্রামের বাচ্চাদের পড়ান। গৃহশিক্ষিকা। দু'জনেরই নামমাত্র রোজগার। দু'জনেই আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণিভুক্ত। ফলে দু'জনেই আর্থিক ভাবে দুর্বলদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

দু'জনেরই গরিবদের প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা সাবলীল। গরিবদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করানোর লক্ষ্যে এই দু'জনকে প্রার্থী করেছে এসইউসিআই। সমাজ বদলানোর লক্ষ্যে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করতে চলেছেন গোরা জমাদার এবং যমুনা তাঁতি। দু'জনেরই বক্তব্য, 'সমাজবদল করতে হবে। বাম দলের আদর্শ এবং নীতি মেনে নতুন দিশা দেখাতে হবে।'

গোরা জমাদার মগরাহাট পশ্চিমের প্রার্থী হয়েছেন। যমুনা তাঁতি দাঁড়িয়েছেন কুলপি থেকে। সপ্তাহে তিন দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পুরনো সামগ্রী কেনেন গোরাবাবু। বাকি দিনগুলি পার্টির কাজ করেন। এই পেশায় আর্থিক অনটন থাকেই। গোরার সংসারেও অনটন। তবুও এসইউসিআই'য়ের আদর্শ মেনে দলকে ভালোবেসে নিয়মিত কাজ করেন। তিনি করঞ্জলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। ২২ বছর বয়স যখন তখন থেকে ফেরিওয়ালার কাজ করছেন। গড়িয়া, কামালগাজি ইত্যাদি এলাকায় ঘুরে টিভি প্রভৃতি কেনেন। তা বিক্রি করেন মার্কেটে। তিনি বলেন, 'ভোটে দাঁড়িয়েছি ঠিকই। এতে নিজের কাজ চালানো একটু সমস্যা হবে। বেশি সময় দিতে হবে প্রচার ও পার্টির কাজে।'

তিনি এর আগে কয়েক বার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পদে দাঁড়িয়েছিলেন। এ ছাড়াও দলের হয়ে নিয়মিত ভোটপ্রচার করেছেন। এ বার চাইবেন নিজের জন্য ভোট। আর যমুনা তাঁতি ও তাঁর স্বামী হলেন এসইউসিআই'য়ের হোল টাইমার। স্বামীর আয় কম। তাই গ্রামের শিশুদের পড়িয়ে সংসারে সাহায্য করেন যমুনা। পড়ুয়াদের কোনও সমস্যা না করে ভোটের প্রচার ও অন্যান্য কাজ করবেন বলে জানালেন তিনি।

বর্তমান, দক্ষিণবঙ্গ ১৮ মার্চ ২০২৬

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে দলের শাহজাদাপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক, জেলা পরিষদ সদস্য কমরেড অমূল্য মণ্ডল দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭ মার্চ রাতে তাঁর বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজাতা ব্যানার্জী, জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর, কুমকুম সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির প্রয়াত প্রাক্তন সদস্য, নিমপীঠ অঞ্চলের জননেতা কমরেড অহিন রায়ের সংস্পর্শেই পার্টির সাথে তিনি পরিচিত হন। এরপর প্রয়াত নেতা কমরেড আমির আলি হালদার, কমরেড গোপাল বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারপর তিনি সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজে শামিল হন।

কমরেড অমূল্য মণ্ডল কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরি করতেন। পারিবারিক জীবনে থেকে চাকরিরত অবস্থাতেই তিনি পার্টির কাজ করতেন। ধীরে ধীরে শাহজাদাপুর অঞ্চল এবং নিমপীঠ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯৮৮ সালে বামফ্রন্ট আমলে সিপিএমের সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে শাহজাদাপুর অঞ্চলে এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনে কমরেড অমূল্য মণ্ডল সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সততা, নির্ভীকতা এবং বিনয়ী ব্যবহারের জন্য তিনি এলাকার সাধারণ মানুষ এবং কমরেডদের অত্যন্ত প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। ২৩ মার্চ তাঁর স্মরণে নিমপীঠ সেরেঙ্গামপুরে সভা হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুকুমার হালদার।

কমরেড অমূল্য মণ্ডল লাল সেলাম

এসআইআর বিরোধী আন্দোলন

একের পাতার পর

মুর্শিদাবাদ ঃ বিচারাধীন বৈধ ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা, এসআইআর চলাকালীন মৃত মানুষ ও বিএলও-দের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, বিবেচনাধীন সমস্ত ভোটারকে বৈধ তালিকাভুক্ত করা এবং জনবিরোধী এসআইআর বাতিলের দাবিতে ১৫ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গণকনভেনশন সম্মতিনগরের রঞ্জিতপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জিল্লার রহমান।

এনআরসি-বিরোধী গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিতাভ মণ্ডল। খসড়া প্রস্তাব পাঠ করেন শিক্ষক কাউসার শেখ, খসড়া প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের ব্লক সম্পাদিকা মাজকুরাতননেসা, শিক্ষক রিন্টু শেখ, আজমাইল সেখ, শিক্ষক সারওয়ার আলম প্রমুখ। কনভেনশনের প্রধান বক্তা এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের জেলা যুগ্ম সম্পাদক গৌতম সাহা তাঁর বক্তব্যে এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এসআইআর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। কনভেনশনে জিল্লার রহমানকে সভাপতি, কাউসার শেখকে সম্পাদক ও রিন্টু শেখকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৯ জনের এসআইআর বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশন পরিচালনা করেন ডাঃ রবিউল আলম।

আলু ঃ কোনও সরকারের হেলদোল নেই

একের পাতার পর

হচ্ছে তাতে বিঘা প্রতি কমবেশি ১৫ হাজার টাকা পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রতি বিঘায় আলু চাষে ক্ষতি প্রায় ২৫ হাজার টাকার মতো। আলু চাষিরা বাঁচবে কী করে? ভোটের জাঁকজমকে কি হারিয়ে যাবে চাষির জীবনযন্ত্রণার এমন আর্তনাদ!

তৃণমূল সরকারের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রভঞ্জন বাবু বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯.৫০ টাকা কেজি দরে ১২ লক্ষ টন আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ঘোষণাটুকুই সার। বাস্তবে আলু কেনার জন্য তারা নামেইনি, টাকা বরাদ্দ করেনি, কোনও পরিকাঠামো দাঁড় করায়নি। আলু ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত কম দামে আলু বিক্রি করতে চাষিদের বাধ্য করছে। চাষির হাত থেকে আলু চলে গেলেই ব্যবসায়ী এবং হিমঘর মালিকরা সস্তায় কেনা আলু বেনামে জমা করে সরকারি দাম হাতিয়ে নেবে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে নানা রকম কালোবাজারি। কিছুদিন আগেও আলুর এক একটা বস্তার দাম ছিল ১০ টাকা। সম্প্রতি সেটা এক লাফে বেড়ে ৩০ থেকে ৪০ টাকা হয়ে গেল। বস্তা নিয়ে এই যে কালোবাজারি চলছে, সরকারের তা নিয়ে কোনও নজরদারি নেই। হিমঘরে প্যাকেট পিছু ভাড়া ছিল ৭০ টাকা। সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮০ টাকা। সারে কালোবাজারি তো সারা বছর ধরেই চলে। শাসক দলের ছত্রছায়ায় সার ব্যবসায়ীরা সারের দাম ইচ্ছামতো বাড়ায়। কালোবাজারি চলে বীজ নিয়েও। সব মিলিয়ে আলু চাষ হয়ে পড়েছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই অবস্থায় সরকার যদি খানিকটা লাভজনক দাম দেওয়ার ব্যবস্থা না করে চাষি বাঁচবে কী করে?

ঝাড়গ্রামে কৃষক বিক্ষোভ

কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রের মোদি সরকারের ভূমিকাও চূড়ান্ত কৃষকবিরোধী। মোদি সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজি মালিকদেরকে কৃষকের জমি তুলে দিতে যে কালা কৃষি আইন এনেছিল, তার বিরুদ্ধে প্রবল কৃষক বিক্ষোভ হয়েছিল প্রায় এক বছর ধরে দিল্লিতে। সেই আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আলু ধান পাট সহ ২৩টি কৃষিপণ্যের এমএসপি চালু করা হবে। আজ পশ্চিমবঙ্গের কুড়ি লক্ষ আলু চাষি বিপন্ন। এমএসপি চালু করলে চাষিদের এই ভাবে আত্মহত্যা করতে হত না। কেন্দ্র এবং রাজ্য কৃষকদের ছেড়ে দিয়েছে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের শোষণের সামনে। কোনও সুরক্ষা বলয় নেই। কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছিল মাত্র ২ লক্ষ কোটি টাকা এমএসপি বাবদ বরাদ্দ করলেই দেশের সকল কৃষক মোটামুটি লাভজনক দাম পেতে পারে। কিন্তু মোদি সরকার সে দাবি শোনেনি। আদানি আম্বানির মতো কর্পোরেটদের স্বার্থে মোদি সরকার ১৫ লক্ষ কোটি টাকা কর এবং ব্যাঙ্ক ঋণ ছাড় দিয়েছে। অথচ কৃষকের জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকা দিতে তাদের আপত্তি। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী নীতির জন্যই দেশে প্রতি ১২ মিনিটে একজন করে কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে।

তুফানগঞ্জে আলু চাষিদের জাতীয় সড়ক অবরোধ

কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস-এর দাবি, আলু চাষিদের বাঁচানোর জন্য রাজ্য সরকারের যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া দরকার তা হল— রাজ্য সরকারকে ন্যূনতম ২৯ লক্ষ টন আলু কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা, বাংলাদেশ ও অন্যান্য রাজ্যে আলু রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, আলু রপ্তানির জন্য রোড ট্যাক্স তুলে দেওয়া, স্তরে স্তরে টোল ট্যাক্স মকুব করা, পুলিশের জুলুম বন্ধকরা, হিমঘরে বর্তমানে গাড়ি পিছু ২০ হাজার টাকা ভাড়া কমিয়ে ১০ হাজার টাকা করা, সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত সংখ্যক কোল্ড স্টোরেজ বা হিমঘর তৈরি করা, সেচের বিদ্যুৎ বিল মকুব করা, সস্তায় চাষিদের বীজ সরবরাহ করা, প্রান্তিক আলু চাষিদের জমিতে বীজ বপন ও আলু তোলার সময় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে মজুর সরবরাহ করা। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, এই দাবিগুলো নিয়ে এ আই কে কে এম এস, কৃষক ও কৃষি বাঁচাও কমিটি, সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভের পাশাপাশি ২৫ মার্চ কলকাতায় কৃষি বিপণন মন্ত্রীর দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি মানুষ আলু চাষের উপর নির্ভরশীল। এদের বাঁচানোর জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারকেই উপযুক্ত ভূমিকা নিতে হবে। তা না হলে প্রবল কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠবে।

তৃণমূল সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের চরম ঔদাসীন্যই আর জি করে অপমৃত্যুর জন্য দায়ী

সংবাদপত্রের ওপরের পাতা জুড়ে ‘বাংলার জন্য দিদির দশ প্রতিজ্ঞা’। ভোটে জিতলে বাংলার উন্নয়নের যে বিপুল প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাপিয়েছে, তার একেবারে শুরুর দিকেই জ্বলজ্বল করছে সবার জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকার, দুয়ারে চিকিৎসা ইত্যাদি। আর পাতাটি ওল্টালেই শহর কলকাতার অন্যতম প্রাচীন সরকারি হাসপাতাল আর জি করে বছর চল্লিশের এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় শিশুপুত্রের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ঢুকেছিলেন ওই যুবক অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেরিয়েছেন কাটাছেঁড়া মৃতদেহ হয়ে। হাতভাঙা শিশুসন্তানকে নিয়ে অরূপের স্ত্রী এবং অরূপ— এই তিনজন মানুষ এই বিকল লিফটে আটকে ছিলেন দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা নয়, দু-ঘণ্টারও বেশি। এই পুরো সময় জুড়ে তাঁরা প্রাণভয়ে চিৎকার করেছেন, বাইরে তাঁদের আত্মীয়রা বারবার নিরাপত্তারক্ষীদের বলেছেন যে ভাবে হোক দরজা খোলার ব্যবস্থা করতে। কেউ কিছু করেননি। এই ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিল।

হাসপাতাল মানে শুধু রোগী আর ডাক্তার নন। অসুস্থ পরিজনকে নিয়ে সুস্থ করার আশায় বুক ভরা আশা-আশঙ্কার দোলাচল নিয়ে যে মানুষগুলি হাসপাতালে আসেন, তাদের আশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে আশা-ভরসার হাত বাড়ানোই একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কাজ। সে কাজ চিকিৎসক-হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ-সরকার-প্রশাসন এবং সমস্ত ধরনের পরিষেবা ও পরিকাঠামোর সাথে যুক্ত প্রতিটি মানুষের। অথচ সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি হাসপাতালে সেই ন্যূনতম দায়িত্ববোধের জায়গাটুকু কোথায় নেমেছে, এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর জি করের সুপারের প্রতিক্রিয়ায় এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে বেশি চোখে পড়ল দায় এড়ানোর মনোভাব, শাসকদলের স্থানীয় নেতা মামুলি দুঃখপ্রকাশ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর দায় চাপালেন, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা প্রশাসনিক প্রধান ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া বা দুঃখপ্রকাশের সৌজন্যও দেখালেন না। সংবাদপত্র থেকে জানা যাচ্ছে তিনজন মানুষ ওইভাবে মরণফাঁদে আটকে রয়েছেন জেনেও নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে যাননি, চাবি পূর্ত দপ্তরের কাছে তাই কিছু করার নেই বলে দায় সেরেছেন। সমস্ত স্তরে এই যে প্রবল গা-ছাড়া মনোভাব, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে চূড়ান্ত অবহেলা এবং ঔদাসীন্য, এর দায় কি সরকারের নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ-প্রশাসনের নয়?

২০২৪-এ অভয়া আন্দোলনের সময় আন্দোলনের অন্যতম মুখ ডাক্তার অনিকেত মাহাতো এবং তাঁর সহযোদ্ধারা যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন, তা শুধুই একটি ঘটনা নিয়ে ছিল না। তাঁরা বারবার বলেছিলেন এবং বলে আসছেন— স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্ত স্তরে ঘুণ ধরেছে, সরকারি হাসপাতালগুলি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে, সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। আজ এই ঘটনা আবারও অনিকেতদের সেই দাবিগুলির সত্যতা সামনে এনে দিল। মানুষের প্রবল ক্ষোভের সামনে পড়ে বাধ্য হয়ে সে দিনের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। করাই উচিত। এই ঘটনার জন্য দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি সকলেই জানাচ্ছেন। কিন্তু দোষী কি শুধু তাঁরাই? ঘটনাস্থলে রোগীর আত্মীয়দের কাতর অনুরোধের সামনে যে পুলিশকর্মী কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছিলেন, দিনের পর দিন হাসপাতালের চিকিৎসা-নিরাপত্তা-পরিকাঠামোর এই বেহাল দশা যারা চলতে দিচ্ছেন এবং যাদের অন্যায় প্রশ্রয়ে এক দল কর্মী বুঝে নিয়েছেন দায়িত্ব পালন না করে কর্তাদের খুশি রাখাই যথেষ্ট, তাঁরা কি এই খুনের দায় এড়াতে পারেন?

যখন তদন্ত শুরু হওয়ার পর জানা যাচ্ছে, বহু দিন ধরেই ওই লিফট বিকল অথচ কোনও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি, হাসপাতালের ৩২টি লিফটের অনেকগুলিতেই কোনও লিফটম্যান নেই, লিফটে যান্ত্রিক গোলযোগ হলে যাত্রীদের সাহায্য করার কেউ নেই, সে দিনও ডিউটির সময় কোনও লিফটম্যান ছিলেন না— তখন শিউরে উঠে বুঝে নিতে হয়, এই ‘নেই রাজ্যের নৈরাজ্যে’ আসলে যা নেই, তা হল সাধারণ মানুষের জীবনের দাম।

এই ঘটনার পরপরই উপযুক্ত তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি দাবি করে আরজি করের আবাসিক ডাক্তারদের সংগঠন আরডিএ এবং আরজি কর মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টস বডির পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তাঁরা।

কিন্তু সাধারণ মানুষকেও বুঝতে হবে, মার খাওয়া এবং বেঘোরে মরার একটিমাত্র বিকল্প আজ তাঁদের সামনে খোলা। তা হল যথার্থ গণআন্দোলনের শক্তিগুলির পাশে দাঁড়িয়ে জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা, যাতে এই পচন ধরা ব্যবস্থাকে একদিন সমূলে উপড়ে ফেলা যায়।

লিফট দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রতিবাদ

ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে ২০ মার্চ টালা থানায় স্মারকলিপি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের ভিত্তিতে ঘটনার সাথে যুক্ত সমস্ত

যথাযথ তদন্তের দাবিতে ২০ মার্চ টালা থানায় এসইউসিআই(সি)-র ডেপুটেশন

দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তনী তথা দলের কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভার প্রার্থী ডাঃ নীলরতন নাইয়া।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে এবং আর জি কর সহ অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে, বিশেষ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিতে নিম্নমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহের যে অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম। ভয়ংকর দুর্ঘটনার ফলে কার্ডিওলজি, শিশু সহ অন্যান্য বহু বিভাগের যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটছে।

মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত নিকৃষ্টতম এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ২১ মার্চ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও লিফট দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম।

পাথর খাদানে শ্রমিক মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবি
এ আই ইউ টি ইউ সি-র

বীরভূমের রাজগ্রাম এলাকার জিতপুর পাথর খাদানে মাটি-পাথর ধসে চাপা পড়ে ১৬ মার্চ তিন জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন, আহত বহু। শ্রমিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেনি, তা এই ঘটনায় প্রকট। গত বছর ১২ সেপ্টেম্বর জেলার নলহাটির বাহাদুরপুরে পাথর খাদানের ধসে ৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল। এই রকম ধস ও শ্রমিক মৃত্যু বারবার ঘটলেও রাজ্যের শ্রম দপ্তর ও জেলাপরিষদগুলি চোখ বুজে আছে। মালিকদের সাথে এই দপ্তরগুলির অফিসার-কর্মী এবং শাসক দলের নেতাদের অনৈতিক আঁতাতের ফলে খাদান শ্রমিকদের জীবন বারে বারে বিপন্ন হচ্ছে।

১৭ মার্চ এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয়— খাদানের মালিক ও সংশ্লিষ্ট জেলাপরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস দাবি জানান— মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও পরিবারের এক জনের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানান তিনি। নিরাপত্তা ছাড়া পাথর খাদানে কাজ বন্ধ করা ও এ বিষয়ে সরকারি নজরদারির দাবি জানানো হয়।

এআইডিএসও-র প্রথম সিকিম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষার আহ্বানকে সামনে রেখে গ্যাংটকে অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র প্রথম সিকিম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন। মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করেন পদার্থবিদ্যার ছাত্রী রেখা শর্মা। প্রস্তাবের সমর্থনে দু’জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন মাস কমিউনিকেশনের ছাত্রী রেখা শর্মা। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। কীভাবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শিক্ষা, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব তথা সমগ্র মানবাধিকারকে ধ্বংস করছে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। এর পাশাপাশি তিনি বর্তমান সময়ের সর্বব্যাপী সামাজিক সংকটের প্রেক্ষিতে ‘জেন-জি’ আন্দোলনের সম্ভাবনা ও সমস্যাগুলি তুলে ধরেন।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংগঠক সুমন মহাপাত্র সিকিম রাজ্য প্রথম সাংগঠনিক কমিটি ঘোষণা করেন। ১২ সদস্যের এই কমিটিতে রেখা শর্মা (মাস কমিউনিকেশন) এবং দীপেন্দ্র শর্মা যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংগঠক জাগির হোসেন এই অধিবেশনটি পরিচালনা করেন। কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেও অংশ নেন। শেষে সংগঠনের সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কল্লোল বাগচী বক্তব্য রাখেন।

নির্বাচনী প্রচারে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

▲ নির্বাচনী সভা, পূর্ব মেদিনীপুর

◀ প্রার্থী পরিচিতি চলছে, শ্যামপুকুর

▲ প্রার্থী সহ মিছিল, তমলুক

▲ বাজারে প্রচার, কাশীপুর-বেলগাছিয়া

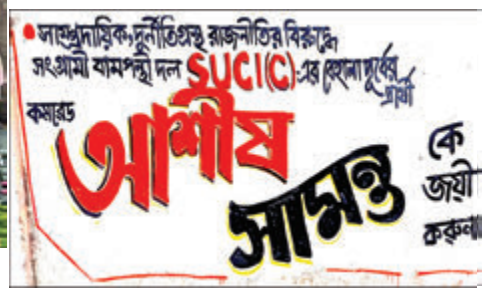

▲ দেওয়াল লিখন, বেহালা পূর্ব

তৃণমূলের অপশাসন দূর করতে বিজেপি বিকল্প নয়

একের পাতার পর

সব দলের অতি বড় সমর্থকও মুখে যাই বলুন না কেন, অস্বীকার করতে পারবেন না যে, তাদের নেতারা নিজেদের আখের গোছানো ছাড়া জনস্বার্থে কোনও বিষয় নিয়ে সত্যিই ভাবেন না! ভাবলে এই দলগুলির কার্যক্রমে এবং নেতাদের ভাষণে জীবনযন্ত্রণায় জ্বলেপুড়ে জেরবার হওয়া মানুষের সমস্যা সমাধানের প্রকৃত রাস্তা খোঁজার একটা চেষ্টা অন্তত দেখা যেত। কিন্তু তাঁরা বলেন— আমাকে ভোট দিয়ে গদিতে বসাও, তোমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! ভোটের সময় জনসেবকের ভেকধারী নেতা ১৯৫২ সাল থেকে হরেক নির্বাচনে মানুষ কম দেখেনি, এই ধরনের প্রতিশ্রুতিও কম শোনেনি। এ বারেও দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবাসীকে খোলা চিঠি দিয়ে বলেছেন ‘একটিবার সেবার সুযোগ দিন’! তৃণমূল কংগ্রেসও এখন আপনার ‘সেবক’, কংগ্রেস সহ অন্য দলের নেতারাও এই রকম সেবকের বেশে হাজির। ভেবে দেখুন, আপনি এদের যতবার বিশ্বাস করেছেন ততবারই কিন্তু ঠকেছেন।

এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

ভোটে জিতে নেতা-মন্ত্রী, সাংসদ-বিধায়করা বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভায় জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত কোনও আলোচনা কি করেন? বরং লোকসভা কিংবা বিধানসভা সব ক্ষেত্রেই তো চেনা দৃশ্য হল হই-হট্টগোল, সাম্প্রদায়িক স্লোগান, বিনা আলোচনায় বিল পাশ, বিরোধীদের পাইকারি হারে সাসপেন্ড করে বিল পাশ করিয়ে নেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী বিজেপি দুই দলের নেতারাই বিধানসভার শেষ অধিবেশনে অর্ন্তবর্তী বাজেটের খুঁটিনাটির বদলে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বতেই মেতে থেকেছেন। এমনকি বিরোধী দলনেতার মুখে শোনা গেছে, জিতলে তাঁরা সমস্ত মুসলিম বিধায়ককে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

মনে পড়ে যায়, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা, তিনি বলেছিলেন-- ‘ইলেকশন হচ্ছে একটা বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম এবং শ্রেণিসংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেই দিকে ভেসে যায়’ (১৯৭৪-এ শিক্ষাশিবিরে ভাষণ)।

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটবাজ দলগুলির নেতাদের প্রচার দেখলে বোঝা যায়, এই কথাটা কত বড় সত্যকে তুলে ধরেছে। এখন একদিকে তৃণমূল সরকারের তরফে দান-খয়রাতি ঘোষণার জোয়ার চলছে, অন্যদিকে বিজেপি কিংবা কংগ্রেস তো বটেই, এমনকি সিপিএমও ব্যস্ত ক্ষমতায় এলে তারা কত খয়রাতি বাড়াবে তা নিয়ে পাল্টা নিলাম হাঁকার মতো প্রতিযোগিতায়।

বিজেপি ব্যস্ত কখনও লক্ষ লক্ষ, কখনও কোটি কোটি, ‘অনুপ্রবেশকারী’ ও ‘রোহিঙ্গা’ ধরার প্রচারে। অথচ বিজেপির নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোন অপদার্থতায় এত অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়তে পারল, সে কথায় তারা নীরব। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভোট যাত্রার নাম দিয়েছে ‘পরিবর্তন যাত্রা’। কিন্তু এগারো বছরের বেশি কেন্দ্রীয় সরকার চালিয়ে সারা ভারতে তারা কংগ্রেসী ধারাতেই মানুষের আরও যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা ছাড়া কী পরিবর্তন এনেছে? এর উত্তর তো বিজেপি নেতাদেরই দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে ঢাল করে এসআইআর-এর নামে একদিকে বিজেপি মুসলিম বিরোধী জিগির তুলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বৈধ ভোটারদেরও বাদ দিয়ে নির্বাচনে জিততে চাইছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটারদের আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে যাতে মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকে। এই টানা-পোড়েনে সাধারণ মানুষ নাগরিকত্ব চলে যাওয়ার আতঙ্কে দিশাহারা। জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা সমাধানের দাবি থেকে মানুষের চোখকে এইভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ভোট এলেই আর একটা প্রশ্নকে অবধারিত ভাবে মানুষের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ানো হতে থাকে— কাকে হারাতে হলে কাকে ভোট দিতে হবে! দুটো পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে এমনভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয়, যেন এরাই একে অপরের বিকল্প। এদের মধ্যেই কাউকে বেছে নিতে হবে। এক দলের বিরুদ্ধে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলে দেশের আসল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণি তাদেরই সেবাদাস আর একটি দলকে সামনে নিয়ে এসে মানুষকে বোঝায়— এরাই পারবে ওই দলকে হারাতে। এই রকম দলগুলোকে দরাজ হাতে টাকা জোগায়, প্রচার দেয় পুঁজিপতি শ্রেণি। সাধারণ মানুষ এই সব খতিয়ে না দেখে ভাবে, অন্য যে আসে আসুক, এরা তো যাক! পশ্চিমবঙ্গের এ বারের বিধানসভা নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ

তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনে বীতশ্রদ্ধ মানুষ। জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে। সার কীটনাশক সহ চাষবাসের উপকরণের দাম বেড়েই চলেছে। পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনেই চলছে সারের কালোবাজারি। চাষের খরচ উত্তরোত্তর বাড়ছে। ফসলের উপযুক্ত দাম না পেয়ে চাষির আত্মহত্যা প্রায় রোজকার ঘটনা। কর্মসংস্থান তলানিতে। বেকারের সংখ্যা এই রাজ্যে বেড়েই চলেছে। নতুন কলকারখানা তৈরি দূরে থাক বরং বহু চালু কারখানা বন্ধ হয়ে কর্মরত শ্রমিকরাই ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে যুবশ্রী, কন্যাশ্রী, যুবসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রভৃতি হরেক রকম অনুদানের ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে তার অধিকার ভুলিয়ে দিয়ে দয়া নির্ভর করে তুলেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের চুরি-দুর্নীতি ক্রমবর্ধমান। পুলিশের প্রশাসন দলদাসত্ব, তোলাবাজি, সিন্ডিকেটের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ। হাসপাতাল, কর্মক্ষেত্র, স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে মেয়েদের কোথাও কোনও নিরাপত্তা নেই। আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ভয়াবহ দুর্নীতি সামনে এসেছে। এই ঘটনা কর্তৃপক্ষ চাপা দিয়ে দিতে পারত যদি না ওই হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার, নার্স ও এসইউসিআই(সি)-র মেডিকেল ইউনিটের কর্মীরা তৎপরতার সাথে এগিয়ে আসতেন। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে উত্তাল আন্দোলন গড়ে উঠলেও রাজ্য সরকার প্রকৃত দোষীদের আড়াল করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের চাকরি বেচে টাকা কামানোর ধাক্কায় রাজ্যের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল স্তরের শিক্ষায় তৈরি হয়েছে গুরুতর সংকট। শুধু স্বাস্থ্য বা শিক্ষা দপ্তর নয় আজ এই রাজ্যের সরকারি ব্যবস্থাটাই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আর এই সব দুর্নীতির সাথে যুক্ত সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীরা। কয়লা পাচার, বালি পাচার, গরু পাচারের মতো দুর্নীতিতে শাসক দল অভিযুক্ত।

একদিকে স্থায়ী সরকারি চাকরি কার্যত অবলুপ্ত, অন্যদিকে স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত চরম অব্যবস্থা। স্কুলগুলোতে উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, হাজার হাজার শিক্ষক পদ শূন্য। পড়াশুনার পরিবেশটাই নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকরা বাধ্য হচ্ছেন সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করতে। অথচ, ছাত্র নেই এই অজুহাতে ৮২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষাও হয়ে পড়েছে ব্যয়বহুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন শেষবার কবে হয়েছে তা শাসক দলের নেতারাও মনে করতে পারবেন না। রাজ্যের আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মীদের ওপর একদিকে সরকারি বঞ্চনা, অন্যদিকে তাঁদের আন্দোলনের ওপর পুলিশ-প্রশাসন-শাসক দলের নেতাদের জুলুম, অত্যাচার চলছে।

একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চালু বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ২৫০ টাকা হলেও বেশিরভাগ শ্রমিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

তৃণমূল কংগ্রেসের ‘সোনার বাংলা’

■ সরকারি স্কুল বেহাল

রাজ্যের ৬৬ হাজার ৭৪৪টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ১১ হাজার ৫১৫টি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ৩০ জনেরও কম। ৩ হাজার ৬৬৯টি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫ জনের কম। ৭৪৭ স্কুলে নেই কোনও ছাত্র। ৫ হাজার ১৪৯টি স্কুল চলছে একজন শিক্ষক দিয়ে। সূত্র ঃ সমগ্র শিক্ষা মিশন, ২০২৪-২৫ উচ্চ প্রাথমিকে মোট ৬ হাজার ৪২৬টি স্কুলের মধ্যে ৮৯১টিতে একজন শিক্ষক, ১ হাজার ৪৭৫টি স্কুলে ৩০ জনের কম ছাত্রছাত্রী, ৭২০টিতে ১৫ জনের কম ছাত্রছাত্রী এবং ২৫৯টি স্কুলে কোনও ছাত্র নেই। সূত্র ঃ সমগ্র শিক্ষা মিশন, ২০২৪-২৫

■ মিড ডে মিলের ৮৩ শতাংশ টাকা খরচ হয়নি

২০২৩-২৬ এই তিন বছরে মিড ডে মিল প্রকল্পে রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছিল ৬৩৪৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। খরচ হয়েছে ১০৭৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ হলেও খরচই হয়নি ৮৩.৪ শতাংশ টাকা। ২০২৬-২৭-এ মিড ডে মিল প্রকল্পে তৃণমূল সরকার বরাদ্দ নামিয়ে এনেছে ১১৫০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায়। ২০২৩-২৪-এর বরাদ্দের অর্ধেকেরও কম। গত বাজেট বরাদ্দের থেকে কম ৫০০ কোটি টাকা। সূত্র ঃ তৃণমূল সরকারের বিধানসভায় পেশ করা রিপোর্ট

■ বেড়েছে ড্রপ আউট

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলছুট ৪২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তি হয়েছিল ৪০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৬৬ জন ছাত্রছাত্রী। বছর শেষে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, মিড ডে মিল দেওয়া হয়েছে ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৩২ জনকে।

মাধ্যমিক স্তরে ড্রপ আউটে পশ্চিমবঙ্গ সর্বোচ্চ। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে ২০ শতাংশ ছাত্র, ১৭.৮ শতাংশ ছাত্রী স্কুল ছেড়েছে। রাজ্যে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী মেয়েদের ৪৯ শতাংশই লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারে মন দিতে বাধ্য হয়েছে (এডুকেশনওয়ার্ল্ড.ইন ১৫.০১.২০২৫, দ্য ওয়্যার ২৩.০৩.২০২৫, দ্য ইন্ডিয়া ফোরাম ১৫.০১.২০২৬)।

■ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বিলোপ ঘটছে

২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল শুধু নয়, সরকার দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে নিয়োগের পরীক্ষাটাই নিচ্ছে না। লোকবলের অভাবে মিড ডে মিল, সরকারের নানা পোর্টালে অসংখ্য আপলোডের চাপ, নির্বাচনের নানাবিধ কাজ, বিএলও হওয়া থেকে গ্রামের পশুপাখি সেন্সাস ইত্যাদি সব দায়িত্ব সামলে শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষাদানের সময়টাই মেলা দুষ্কর।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউট নেই বলে সরকারের দাবি হলেও ভোটের আগে মিড ডে মিলে বাড়তি ডিম ও ফল বরাদ্দ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারই জানিয়েছে বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসে না বলে তাদের জন্য বরাদ্দ খরচই হয় না।

■ উচ্চশিক্ষায় ছাত্র কমছে

এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রী কমেছে প্রায় ৭ লক্ষ। বাজেট নথিতে সরকার জানিয়েছে, ২০২৪-২৫-এ উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ছিল ২৭ লক্ষের বেশি। ২০২৫-২৬-এ তা হয়েছে ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার।

পাশফেল তুলে দেওয়া সহ ভ্রান্ত শিক্ষানীতি এবং চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের ধাক্কায় কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি মারাত্মক ভাবে কমে গেছে। রাজ্যে সরকার পোষিত ৩১টি এবং অন্যান্য মিলিয়ে ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার গর্ব করে সরকার। কিন্তু সরকার পোষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা শোচনীয়। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়িটাও নেই। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হয়নি। একটা দুটো বিষয়ে অতিথি শিক্ষক দিয়ে ক্লাস চালিয়ে কোনও রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

■ এগিয়ে শিশু-মৃত্যুতে

২০১০ সালে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ছিল ১৫তম। ২০২৫-এ তা হয়েছে ১৯তম, অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার কমার বদলে বেড়েছে। তথ্যঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়া

■ কর্মসংস্থানের বেহাল দশা, বেকারি বাড়ছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি রাজ্যে বেকার মাত্র ২.১ শতাংশ। যদিও লেবার ফোর্স পার্টিশিপেশন রেট দেখাচ্ছে, এই রাজ্যে ২০২৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এই তিন মাসে কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক কোনও কাজ পায়নি। ২০২৫-২৬-এর আর্থিক সমীক্ষা দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার ২০২৫-এর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে ছিল ৬.১ শতাংশ, সর্বভারতীয় গড় যেখানে ৫.২ শতাংশ। (সংসদে পেশ করা ২০২৫-২৬-এর আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট)

পশ্চিবঙ্গের ৪৪ শতাংশ মহিলা খাতায়-কলমে কর্মরত হলেও তার বেশির ভাগই (৭৫ শতাংশ) স্বনিযুক্ত। স্বনিযুক্তিতে যারা যুক্ত বাস্তবে তাদের নির্দিষ্ট কোনও আয় নেই। অনেকেরই আয় নামমাত্র। নিয়মিত বেতন পাওয়া মহিলাদের সংখ্যা কমে ২০২৩-২৪-এ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯ শতাংশ। টেলারিং, জরি, পাট, বিড়ি, তাঁতের কাজ সর্বত্রই মহিলাদের মজুরি ঘণ্টায় ১০ থেকে ২৫ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে, মফসসলে শহরেও এখন বেসরকারি সংস্থার থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পেরে মহিলাদের ঘরবাড়ি ছাড়ার ঘটনা ঘটছে। (স্বাতী ভট্টাচার্যেরপ্রতিবেদন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮. ১২. ২০২৫)

বিজেপির ‘রাম রাজত্ব’

■ স্থায়ী কাজই নেই

দেশে শ্রমজীবী মানুষের ৯০ শতাংশই অসংগঠিত বা ‘ইনফরমাল’ কাজ করে। এর মধ্যে ৫৭ শতাংশের বেশি স্বনিযুক্ত, ১৮ শতাংশ বেতনহীন শ্রমিক হিসাবে পারিবারিক কোনও উৎপাদনে কাজ করেন। কারখানা শ্রমিকের ৪২ শতাংশই চুক্তি শ্রমিক। এ দিকে গিগ শ্রমিক অর্থাৎ নানা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের হয়ে কোনও নির্দিষ্ট চুক্তিতে অথবা শ্রমিকের স্বীকৃতি ছাড়াই কর্মরত মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমনকি সেনাবাহিনীতেও স্থায়ী নিয়োগ তুলে দিয়ে, ‘অগ্নিবীর’ নামক গালভরা নাম দিয়ে মাত্র ৪ বছরের মেয়াদের চাকরির ব্যবস্থা করেছে মোদি সরকার। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যার সঠিক হিসাব না থাকলেও তা ১৫ থেকে ২০ কোটির কম নয় (ইন্ডিয়াডাটাম্যাপ.কম, ০২.০৯.২০২৫)।

দেশে বেকারত্বের হারে সবচেয়ে এগিয়ে শহরাঞ্চলের ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী যুব সমাজ। সামগ্রিক বেকারত্বের হারের থেকে তা অনেক বেশি। দেশে যখন ৬ বা ৭ শতাংশ বেকার দেখানো হয় সেই সময়ে শহরে যুব বয়সীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৬ শতাংশের বেশি। পশ্চিমবঙ্গে তা ১৭.৯ শতাংশ। (ইন্ডিয়া টুডে, ১৭.০৬.২০২৫)

■ শিল্প বন্ধ

সারা দেশে ২ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি কারখানা গত পাঁচ বছরে বন্ধ হয়েছে। পাঁচ বছরে ‘এমএসএমই’ বা মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়েছে ৭৫ হাজার। শুধু গত বছরই বন্ধ হয়েছে ৩৫ হাজার। রাজ্যসভায় সরকার জানিয়েছে ২০২৪-২৫-এ মহারাষ্ট্রে বন্ধ হয়েছে ৮৪৭২টি কারখানা, তামিলনাড়ুতে ৪৪১২, গুজরাটে ৩১৪৮, রাজস্থানে ২৯৮৯, কর্ণাটকে ২০১০টি, পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ ১৫৪৮টি এমএসএমই শিল্প। (দ্য ওয়্যার ১৯.০৩.২০২৫)

■ বিপুল ছাঁটাই

লোকসভায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী জিতনরাম মাঝি জানিয়েছেন, ২০২২-২৩-এ মহারাষ্ট্রে এমএসএমই শিল্পে কাজ গেছে ৫৪,০৫৩ জন শ্রমিকের, তামিলনাড়ুতে কাজ গেছে ৪৩,৩২৪ জনের, উত্তরপ্রদেশে কাজ গেছে ৩৩২৩০, গুজরাটে কাজ গেছে ২২৩৪৫ জনের। (দ্য মিন্ট ২৫ জুলাই ২০২৪)। গত ১০ বছরে আরও ৫০ হাজার কারখানা বন্ধের ফলে ৩ লক্ষ শ্রমিকের কাজ হারানোর কথা সংসদে স্বীকার করেছেন মন্ত্রী (দ্য ওয়্যার ১৯.০৩.২০২৫)

■ ন্যানো কারখানা ও শিল্পায়ন

বিজেপি এবং সিপিএম বলে সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা হলেই নাকি শিল্প গড়গড় করে পশ্চিমবঙ্গে লাইন দিত! অথচ, গুজরাটের সানন্দে নরেন্দ্র মোদি সরকার ১ লক্ষ টাকা দামের ন্যানো গাড়ি পিছু প্রায় ৬০ হাজার টাকা ভর্তুকি দিলেও ন্যানো গাড়ি উৎপাদন বহু বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে! সেখানকার জমিদাতা কৃষকরা টাটার কারখানায় প্রথমে কিছু অস্থায়ী চাকরি পেলেও এক বছর পর তা চলে গেছে। সরকার জমির দাম দিয়েছিল ১২০০ টাকা প্রতি বর্গ মাইল, কোনও ক্ষেত্রে ৯০ টাকা বর্গ মিটার। পরে সেই জমি গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন বিক্রি করেছে কোটি কোটি টাকা দরে (এনডিটিভি ৩.১২.২০১৭, দ্য টেলিগ্রাফ ২.৬.২০১০, ট্রিনিটি কলেজ স্টুডেন্ট আরবান রিসার্চ ১৫.২.২০১০)।

■ ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে স্কুলশিক্ষার সর্বনাশ

বিজেপি রাজত্বে উত্তরপ্রদেশে স্কুল ‘ক্লোজার অ্যান্ড মার্জার’ করছে ২৭ হাজার, রাজস্থানে ১৯ হাজার ৫০০, মহারাষ্ট্রে ১৫ হাজার, গুজরাটে ৭ হাজার। সারা দেশে গত পাঁচ বছরে ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি শিশু স্কুলছুট হয়েছে প্রাথমিক স্তরেই। তার মধ্যে শুধু গুজরাটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ২.৪ লক্ষ শিশু স্কুল ছেড়েছে। আসামে এক বছরে স্কুলছুট ১.৫ লক্ষ শিশু, উত্তরপ্রদেশে ৯৯ হাজার। বিজেপি শাসিত এই তিনটি রাজ্যই শিশুদের বিশেষত মেয়েদের স্কুল ছুটে ভারতে প্রথম (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭.০১.২০২৬)।

■ ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে দুর্নীতির বহর

২০২৪-এ উত্তরপ্রদেশের ৬৯০০০ শিক্ষকের নিয়োগ লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দুর্নীতির দায়ে বাতিল করে দিয়েছে। গোয়াতে বিজেপি নেতারা কী ভাবে টাকা নিয়ে চাকরি বেচেছে তা স্পষ্ট ভাবে উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে (দ্য হিন্দু ১৭.০৮.২০২৪, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৫.১১.২০২৪)।

বিহার ঃ পরীক্ষা ও চাকরি কেলেঙ্কারির তদন্তকারী সাংবাদিক সহ একাধিক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু রহস্যের তদন্ত হয়নি।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ব্যাপম কেলেঙ্কারি— সরকারি চাকরি ও মেডিকেল সহ লোভনীয় পেশাগত শিক্ষায় সুযোগ পেতে বহু কোটি টাকার ঘুষের কারবারে অভিযুক্ত শিবরাজ সিং চৌহান সহ বহু বিজেপি নেতা।

ছত্তিশগড় ঃ ৩৬ হাজার কোটি টাকার রেশন কেলেঙ্কারিতে ছত্তিশগড়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহ সহ অভিযুক্ত বহু বিজেপি নেতা।

রাজস্থান ঃ ৪৫ হাজার কোটি টাকার খনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়েছেন বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজে ও ললিত মোদি। এই বসুন্ধরা রাজের সহযোগিতাতেই ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা ললিত মোদি বিদেশে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গুজরাট ঃ স্টেট পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ২০ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে জড়িত গুজরাটের একাধিক বিজেপি নেতা ও মন্ত্রী। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জুলাই, ২০১৭) অভিযুক্তরা হয় সিবিআই থেকে ক্লিনচিট পেয়েছেন, নয়তো বহু বছর ধরে তদন্ত থমকে রয়েছে। ২০১৭ সালের পর থেকে বিজেপি শাসিত রাজ্যে সিবিআই ও ইডি আর কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি নেতা ও মন্ত্রীর হদিশই পাচ্ছে না। আর অন্যান্য দলের দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা বাঁচার জন্য বিজেপিতে ঠাঁই নিয়ে নিশ্চিন্তে দিন যাপন করছেন।

গণদাবীর গ্রাহক হোন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ ১৫০ টাকা, স-ডাক ১৬৫ টাকা

মোদি শাসনে জনজীবনে সর্বগ্রাসী সঙ্কট

চারের পাতার পর

তা পায় না। দৈনিক ৬০০ টাকা বা মাসে ১৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি অতীতে সিপিএম সরকারের মতো তৃণমূল সরকারও মানছে না। মালিকরা চা বাগান চালানোর বদলে ফড়েদের মাধ্যমে অল্প দামে চাষিদের কাছ থেকে পাতা কিনে তা ফ্যাক্টরিতে প্রসেসিংয়ের দিকেই ঝুঁকেছে। যদিও চাষি পাতা তোলার খরচটাও পায় না।

এর সাথে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির সাথে পাল্লা দিয়ে শুরু করেছে 'নরম হিন্দুত্বে'র রাজনীতি। তারা একদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে জগন্নাথ মন্দির, দুর্গা ও মহাকাল মন্দির নির্মাণ করছে, জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয় করে দুর্গা পূজার সময় ক্লাবগুলোকে অনুদান দিচ্ছে। অন্য দিকে মুসলিম ভোটারদের কাছে ত্রাতা সাজতে চাইছে। এর মাধ্যমে বিজেপি আজ সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি করেছে, তৃণমূল তাকে আরও বাড়াতেই সাহায্য করছে।

বিজেপি কি তৃণমূলের বিকল্প?

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষের মধ্যে এখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রবল। অনেকেই ভাবছেন তৃণমূলকে হারিয়ে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসালেই বুঝি তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি এর সুযোগ নিয়ে প্রচার করছে— একবার বিজেপিকে সেবার সুযোগ দিয়েই দেখুন না!

বিজেপি কি নতুন কোনও দল? লোকসভার তিন-তিনটে দফায় কেন্দ্রের সরকারি গদিতে অসীন বিজেপিকে দেখেছে মানুষ। জনগণের প্রাপ্তি কী? কোথায় গেল প্রধানমন্ত্রীর বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি? কোথায় গেল প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্ন? এটা যে একটা প্রতারণা ছিল, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'জুমলা' মন্তব্যেই স্পষ্ট। সারা দেশে মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় মানুষ নাজেহাল। অথচ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নাকি দাম বাড়ার খবরই পাননি!

কেন্দ্রীয় সরকার চারটি শ্রমকোড চালু করে শ্রমিকদের বহু আন্দোলন ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সারা দেশে ৪ লক্ষের বেশি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। রেল, ব্যাঙ্কের মতো বৃহৎ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোতে নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ। যতটুকু নিয়োগ হচ্ছে, তার বেশিরভাগই অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক। সেনা বাহিনীতেও অস্থায়ী অগ্নিবীর দিয়ে কাজ চলছে। আট ঘণ্টার কর্মদিবস অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশে বেকারত্বের হার নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। বেকার যুবকরা কাজের সন্ধানে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, এমনকি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলায় কথা বললেই 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে, এমনকি প্রাণে মেরে ফেলা হয়েছে। লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার পথে মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতি এখনও ফিকে হয়ে যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় নিজেকে কৃষক-বন্ধু বলে পরিচয় দেন। অথচ চাষের খরচ বেড়েই চলেছে। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা মোদি সরকার করেনি। সারা দেশে প্রতি বছর শত শত কৃষক ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। মোদি সরকার চাইছে কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেট পুঁজির শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করতে। এ জন্য তারা তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন করেছিল। প্রায় সাত শতাধিক শহিদের জীবনের বিনিময়ে কৃষকরা লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা রদ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃষক, মৎস্যজীবী, পশুপালক সহ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমেরিকার সাথে 'ট্রেড ডিলে' চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে খাদ্যশস্য, দুধ ও দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যের বাজার দখল করে নেবে মার্কিন বহুজাতিক পুঁজি। এ দেশের কৃষকরা সীমাহীন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার নির্দেশে রাশিয়ার কাছ থেকে আমদানি বন্ধ করে বাড়তি দামে তেল কিনতে সম্মত হয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। আমেরিকার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার অস্ত্র কিনতে ইতিমধ্যেই তারা চুক্তি করেছে। এ দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দীর্ঘ ঐতিহ্যকে পদদলিত করে তারা আমেরিকা ও ইজরায়েলের ইরান আক্রমণের ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে কার্যত যুদ্ধবাজ ও নরহত্যাকারী এই দুই দেশকে সমর্থন করেছে।

এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

বিজেপির শাসনে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি শোচনীয়। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে স্কুল 'ক্লোজার অ্যান্ড মার্জার' হচ্ছে ২৭ হাজার, রাজস্থানে ১৯ হাজার ৫০০, মহারাষ্ট্রে ১৫ হাজার, গুজরাটে ৭ হাজার। এই ভারতে গত পাঁচ বছরে ৬৫ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি শিশু স্কুলছুট হয়েছে প্রাথমিক স্তরেই। অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নরেন্দ্র মোদির সরকার পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ করার জন্য দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০। মাধ্যমিক পরীক্ষা ঐচ্ছিক করে দিয়ে বিরাট সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষায় ইতি টানার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিজেপি নেতারা এখন বাংলার মানুষের কাছে ডবল ইঞ্জিন তত্ত্ব ফেরি করে বেড়াচ্ছেন। যেন কেন্দ্রে রাজ্যে একই দল ক্ষমতায় থাকলে রাজ্যের মানুষের দুর্দিন চলে যাবে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ ১৫টি রাজ্যে তো এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। ওই নেতাদের প্রশ্ন করুন, এই রাজ্যগুলোতে সাধারণ মানুষের এত দুঃখ-দুর্দশা কেন? কেন সেখানে নারী নির্যাতন বাড়ছে? উন্নাও, কাঠুয়া, হাথরস, বিলকিস বানো, সাক্ষী মালিকদের ঘটনা তো বিজেপি শাসিত রাজ্যেই ঘটেছে! তাদের প্রশ্ন করুন, জিনিসপত্রের দাম কেন আকাশচুম্বী। বেকার যুবকরা কেন মাঝে মাঝেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে? কৃষকরা কেন আত্মহত্যা করছে? শ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার কেন? এই সব রাজ্যে শাসক দলের মদতে তোলাবাজি পশ্চিমবাংলাকে লজ্জা দেবে। বিজেপি সরকারই তো সারা দেশে খনিজ, বনজ ও জল সম্পদের মতো প্রাকৃতিক সম্পদকে ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিচ্ছে। এতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কোটি কোটি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জীবন জীবিকা থেকে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে।

আর দুর্নীতি? বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম দুর্নীতির সমকক্ষ আর কেউ আছে নাকি? বিজেপির উচ্চ স্তরের নেতাদের দুর্নীতি চাপা দিতে ৪৮ জন মানুষকে প্রাণ দিতে হলেও দুর্নীতির সাথে যুক্ত রাঘব বোয়ালদের একজনেরও শাস্তি হয়নি। সমস্ত বিজেপি শাসিত রাজ্যেই দুর্নীতি আজ জলভাত হয়ে গেছে। কিন্তু কোনও বিজেপি নেতাকে দুর্নীতির দায়ে জেলে যেতে হয়নি। কারণ তাদের মাথার উপর নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের হাত আছে। সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো কার্যত বিরোধীদের শায়েস্তা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজেপি যাদের বিরুদ্ধে এক সময় দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল, এই রকম ২৫ জন এখন বিজেপির 'রত্ন'। তাদের মধ্যে বিজেপির বিচারে এক সময় চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে ধিক্কৃত হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলে দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত পিএম কেয়ার ফান্ডের কোনও হিসেব দেওয়া হবে না। এটা এক বিরাট দুর্নীতি। আর একটা বড় দুর্নীতির ক্ষেত্র হল ইলেক্টোরাল বন্ড। নরেন্দ্র মোদি সরকার আইন করে সমস্ত কিছু গোপন রাখার ব্যবস্থা করেছিল, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টেও তারা তিরস্কৃত হয়েছে। ভেবে দেখুন, এই বিজেপি কি সত্যিই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে?

সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে এক সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আর এক সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব তৈরি করার ক্ষেত্রে বিজেপি অন্য সকলকে ছাপিয়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মিলে মিশে বাস করা এ দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। বিজেপি তা ধ্বংস করছে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এক সম্প্রদায়ের মানুষের মনে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে ঘৃণা ও অসহিষ্ণু মানসিকতা তৈরি করেছে। প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ কি এ জিনিস অনুমোদন করে?

আর এই কর্মযজ্ঞের প্রধান কান্ডারী হলেন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী। সাধু-সন্ন্যাসীরা নয়, বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরাই এখন ধর্ম প্রচারক। এর পিছনে রয়েছে তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য— ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি। এই জন্যই একের পর এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নানা ধর্মীয় মেলা। কুম্ভমেলায় কত মানুষ মারা গেল তার হিসাব নেই। মৃতদের পোস্টমর্টেমও হয়নি। এই মেলাটাও ছিল ভোট বৈতরণী পার হওয়ার একটা কৌশল। সৎ, ধর্মবিশ্বাসী মানুষ

সাতের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

কলকাতা জেলার রাসবিহারী-আলিপুর অঞ্চলের দীর্ঘদিনের পার্টিকর্মী, কালীঘাট এলাকার দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রিয়জন কমরেড মদন পাল ২৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৬৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

চেহারা, পোশাক-আশাক, জীবন যাপন পদ্ধতি সব কিছুই তাঁর আপাত অর্থে ছিল ভবঘুরের মতো। ছিল নির্মল হাসি। ঘরে থাকা-খাওয়ার সংস্থান, স্নেহ-ভালবাসা সব কিছু থাকলেও বৃহত্তর ভালবাসা ও হৃদয়বৃত্তির আকর্ষণে তিনি ঘর ছাড়েন। এখানেই তাঁর চরিত্রের মূল সৌন্দর্যের দিকটি লুকিয়ে। কমরেড মদন পাল তাঁর কিশোর বয়সে দলের প্রয়াত পলিটবুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধরের চরিত্র মাধুর্যে এবং এলাকার অন্যান্য নেতাদের ভালোবাসা, সাহচর্যে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসেন কমরেড রণজিৎ ধরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কালীঘাট শরৎ পাঠাগারে। আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানই ছিল তাঁর ঘরবাড়ি। পেশায় ছিলেন ফুটপাথের ফেরিওয়ালা। কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার আদান-প্রদান চলতে চলতেই এলাকার মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি। মানুষকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসা— এটাই ছিল উচ্চ হৃদয়বৃত্তির অধিকারী এই কমরেডের চরিত্রের সব থেকে বড় গুণ। এলাকার বহু বাড়ি তাঁর জন্য ছিল অবারিত দ্বার। মানুষের বিপদে-আপদে সাধ্যানুসারে এগিয়ে যেতেন তিনি। ছিলেন অত্যন্ত সৎ, পরিশ্রমী, পরোপকারী ও সাহসী। জনসাধারণের প্রতি নিবিড় ভালোবাসাই তাঁকে টেনে এনেছিল শ্রমিক শ্রেণির দল এসইউসিআই(সি)-র কাছে।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্রই এলাকার মানুষ ও পার্টিকর্মীরা দলে দলে ছুটে আসেন কালীঘাট শরৎ পাঠাগারে। চেতলায় দলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী, রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সাধনা চৌধুরীর পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মাল্যদান করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল।

৭ মার্চ কালীঘাট শরৎ পাঠাগার প্রাঙ্গণে স্মৃতিচারণ সভায় কমরেড মদন পালের চরিত্রের নানা দিক উঠে আসে তাঁর বাল্যবন্ধু পৌরপিতা প্রবীর মুখোপাধ্যায়, এলাকার বিশিষ্ট মানুষজন, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। পাঠাগারের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার কথা তুলে ধরেন পাঠাগারের সুস্মিতা পণ্ডা। অ্যাবেকার কলকাতা জেলা সভাপতি শিবাজী দে তাঁর জীবনের গুণের দিকগুলি তুলে ধরেন। এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক চলচ্চিত্র সমালোচক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি উল্লেখ করে বলেন, মদন যা বিশ্বাস করতেন, সেই বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি তিনি আজীবন বিশ্বস্ত ছিলেন, যেটা আমরা অনেকেই পারি না।

কমরেড মদন পাল লাল সেলাম

সাধারণ মানুষের সামনে প্রকৃত বিকল্প কী

ছয়ের পাতার পর

কি এদের এই সব কাজকর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন?

প্রতিটি নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা দলে দলে এই রাজ্যে আসেন। নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার ঐতিহ্য সম্পন্ন এই বাংলায় তাঁরা ঘৃণাভাষণ দেন। মানুষের মধ্যে থাকা ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতারা শোরগোল তুলেছেন যে, অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গায় নাকি এই রাজ্য ভরে গিয়েছে। অথচ ভোটার তালিকা সংশোধনের পরে কতজন অনুপ্রবেশকারী ও কতজন রোহিঙ্গা বাস্তবে পাওয়া গেল, সেই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর তারা দিচ্ছেন না। শুধু হুঙ্কার ছাড়ছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের সকলকে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেবেন। তাতেই নাকি এই রাজ্যের বেকার সমস্যা থেকে শুরু করে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। তাই যদি সত্যি হত, তাহলে তাদের দলের শাসনে থাকা রাজ্যগুলোতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত! কিন্তু হল না কেন?

এদের অতীত ইতিহাস বলছে, এরা ভারতের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী। স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন এ দেশের যুবকরা প্রাণ দিচ্ছেন, তখন এদের নেতা গোলওয়ালকর বই লিখে প্রচার করেছিলেন যে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন নয়। শুধু তাই নয়, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তাঁরা ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছিলেন, বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এদের নেতা সাভারকরই ১৯২৩ সালে তাঁর 'হিন্দুত্ব' বইতে প্রথম ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের দাবি তুলেছিলেন। নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী এই বাংলার মাটিতে এই বিজেপিকে জায়গা দেওয়া চলে না।

এসইউসিআই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

কংগ্রেসের রাজনীতি

সর্বভারতীয় স্তরে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় কংগ্রেসও নিজেদের তৃণমূল ও বিজেপির বিকল্প বলে তুলে ধরতে চাইছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তারাই তো দীর্ঘদিন দেশ চালিয়েছে। মানুষের কোনও সমস্যার সমাধান হয়েছে কি? কংগ্রেস আমলে মূল্যবৃদ্ধি হয়নি? কালোবাজারি হয়নি? বেকার সমস্যা ক্রমাগত বাড়েনি? কংগ্রেস সরকারই তো শিক্ষা সংকোচন শুরু করেছিল। তাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীই তো জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ চালু করে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। বিশ্বায়ন ও অর্থনীতির উদারীকরণের নীতি নিয়ে সরকারি সম্পত্তি বেসরকারি সংস্থার হাতে সমর্পণের নীতি নরসীমা রাও-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস আমলেই শুরু হয়েছিল। বিজেপি আজ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় বসে যে সব নীতি-নিচ্ছে, তার প্রায় সবই তো কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। তা ছাড়া কংগ্রেসও বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী। কংগ্রেস শাসনে বহু অগণতান্ত্রিক কালা কানুন পাশ করা হয়েছিল। তাদের আমলেই জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। এই কংগ্রেস কখনও জনগণের স্বার্থ দেখতে পারে না।

সিপিএম-এর অবাম রাজনীতি

তৃণমূল সরকার গত ১৫ বছর ধরে যত দুষ্কর্ম করছে, ভেবে দেখুন তো, এর কোনওটিই কি সিপিএম আমলের থেকে নতুন কিছু? সিপিএম ফ্রন্টের দেখানো পথেই তো তৃণমূল চলেছে। ২০১১ সালে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল কেন? কারণ সিপিএম জমানায় সরকারের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ হলেই তারা তাকে পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনী দিয়ে দমন করতে চেয়েছে। নদিয়াতে আন্দোলনকারী কৃষকদের হত্যা করেছে, চটকল শ্রমিকদের হত্যা করেছে, কলকাতা বন্দরের শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এস ইউ সি আই (সি)-র ১৫৯ জন নেতা-কর্মীকে খুন করেছে। বাসভাড়া ও মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে গুলি চালিয়ে এস ইউ সি আই (সি) কর্মী মাধাই হালদার, শোভারাম মোদক, হাবুল রজককে হত্যা করেছে। বহু মানুষকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সিঙ্গুরে একচেটে পুঁজির স্বার্থে চাষিকে পিটিয়েছে। রাজকুমার ভুল, তাপসী মালিককে হত্যা করেছে। নন্দীগ্রামে গুলি চালিয়ে, গুন্ডা দিয়ে নারী ধর্ষণ করে মানুষের উপর নারকীয় অত্যাচার করেছে। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু মানুষকে উচ্ছেদ করতে লাঠি-গুলি চালিয়েছে, বাড়িঘর জ্বালিয়েছে। শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দলবাজি, স্বজনপোষণ চূড়ান্তভাবে করেছে সিপিএম। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি কথাটা সিপিএম আমলকে দেখেই এসেছে। আর দুর্নীতি? সিপিএম আমলে দুর্নীতি হয়েছে ব্যাপক। একটাই পার্থক্য, সিপিএম সাংগঠনিক বাঁধুনির জন্য আজকের মতো সবকিছু প্রকাশ্যে আসেনি। এই সিপিএম কখনওই তৃণমূলের অপশাসন দূর করার কাজটি করতে পারে না।

সিপিএম নিজেদের বামপন্থী, মার্ক্সবাদী বলেই পরিচয় দেয়। বহু মানুষ বামপন্থার প্রতি আবেগ থেকে এই দলে যুক্ত হয়ে আছেন। কিন্তু বাস্তবে তারা কি বামপন্থার আদর্শ নিয়ে চলছে? এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে সিপিএম নেতাদের কাছে বারবার আহ্বান জানানো হয়েছে আপনারা জনগণের স্বার্থে প্রকৃত গণআন্দোলনে আসুন। মহান মার্ক্সবাদী নেতা লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী আপনারা জনগণের কাছে ভুল স্বীকার করুন। জনগণ আপনাদের আবার মাথায় তুলেনেবে। কিন্তু তাতে তাঁরা সাড়া দেননি। বরং যে কংগ্রেস এ দেশে সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করে জনসাধারণের উপর শোষণ নির্যাতন চালিয়েছে, আন্দোলনে লাঠি-গুলি চালিয়েছে, যারা বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হোতা, তার সঙ্গে সারা দেশে এবং এই রাজ্যে সিপিএম জোট করেছে। এবার কংগ্রেস চায়নি বলে এ রাজ্যে তাদের সাথে সিপিএম-এর জোট হয়নি।

আইএসএফ-এর সাথে গত বছরের মতো এ বছরও জোট করেছে সিপিএম। আইএসএফ কি সেকুলার? এমনকি মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির হোতা হুমায়ুন কবীরের সাথে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক গোপন বৈঠক করেছেন। আন্দোলনের পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁরা এখন হিসাব কষতে ব্যস্ত যে, কার সাথে জোট করলে কিছু সিট পাওয়া যায়, তাতে নীতি-আদর্শ থাকল কি গেল, তাতে কিছু যায় আসে না। ২০১৬-র নির্বাচনের সময় থেকেই তাঁরা কর্মীদের 'আগে রাম, পরে বাম' মন্ত্র জপতে শিখিয়ে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলকে এই রাজ্যে জায়গা করে নিতে সাহায্য করেছিলেন। দলের নেতৃত্ব তাঁদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তা সৎ, বামপন্থায় বিশ্বাসী, আদর্শবাদী সিপিএম কর্মী সমর্থকদের ভেবে দেখতে বলব।

কেন এই দলগুলি প্রত্যেকটিই জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে

এই প্রশ্নটি গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সমাজটা শ্রেণি বিভক্ত। এর একদিকে আছে কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ। আর একদিকে আছে মুষ্টিমেয় কর্পোরেট সংস্থা বা একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী। এই দুই শ্রেণির স্বার্থ এক নয়— সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজনৈতিক দল সংখ্যায় যতই হোক না কেন, আসলে তারা দুটি পক্ষে বিভক্ত। হয় তারা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী, নয় তো খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল— সকলেই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। সরকারে বসে তাদের স্বার্থেই নীতি নির্ধারণ করে। বিনিময়ে পুঁজিপতিরা এই দলগুলোকে টাকা দেয়। ইলেকশন বন্ডের বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পরে সাধারণ মানুষের কাছে ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। মানুষ সামনে দেখে সরকারকে আর সরকারি দলের নেতা মন্ত্রীদের। ভাবে এদের পাল্টালেই বুঝি তাদের জীবনের দুর্দশা দুর হবে। কিন্তু এই দলগুলোর মধ্যে যারাই সরকারি ক্ষমতায় আসুক বাস্তবে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। তাই মহান লেনিন বলেছিলেন, "কয়েক বছর অন্তর শোষক শ্রেণির হয়ে কারা সরকারে বসবে এবং জনগণকে শোষণ অত্যাচার করবে নির্বাচনের দ্বারা এটাই

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের পূর্বতন জেলা কমিটি ও জয়নগর মজিলপুর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড শিশির সরকার দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ফেব্রুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৪৮ সালে দল প্রতিষ্ঠার পর এলাকায় সংগঠন প্রসারে যে সমস্ত পরিবারের বিশেষ ভূমিকা থেকে গিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম কমরেড শিশির সরকারের পরিবার। দল প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন ধারার বিপ্লবী ও পরবর্তী সময়ে এস ইউ সি আই(সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তাঁর বড় দাদা কমরেড প্রফুল্ল সরকার। দল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ দলের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা যখনই জয়নগরে আসতেন, তাঁদের বাড়িতে থাকতেন। তখন ইংরেজ শাসকদের কুনজরে পড়া শান্তি সংঘ কমরেড শচীন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সহ তাঁর বড় দাদাদের নেতৃত্বকারী ভূমিকা, দলের সেই প্রথম যুগে সেখান থেকেই দলের কর্মী-সংগঠক সংগ্রহ ও তাদের গড়ে তোলার গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবেশে কমরেড শিশির সরকার বেড়ে ওঠেন।

১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। জয়নগর মজিলপুরে সেই আন্দোলনে তিনি এ আই ডি এস ও-র কর্মী হিসাবে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সহজ-সরল, সদাহাস্যময়, আত্মপ্রচারবিমুখ, দরদি মনের মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি কঙ্কনদিঘির বাবুজান সিপাই হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, শিক্ষাপ্রেমী মনন তথা শিক্ষা আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলায় তাঁর ভূমিকা এবং প্রশ্নাতীত সততার জন্য অন্য রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী সহকর্মী শিক্ষকরা নির্দ্বিধায় তাঁকে আপনজনের মতো গ্রহণ করেছিলেন। স্কুলে শিক্ষকতা করা সত্ত্বেও এমন ভাবে দলের কাজ করতেন যে সকলেই তাঁকে দলের সর্বক্ষণের কর্মী বলে মনে করতেন।

এলাকায় উন্নত রুচি সংস্কৃতি চর্চায়, খেলাধূলায়, সমাজসেবামূলক নানা ক্রিয়াকলাপে শান্তি সংঘের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে তিনি সদাজাগ্রত ভূমিকা রেখে গিয়েছেন। জনৈক সমাজবিরোধীর ক্রিয়াকলাপে অতিষ্ঠ জনসাধারণের বিক্ষোভমূলক থানা অভিযানে পুলিশ অত্যাচার চালায়। নির্বিচারে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। নানা মতবাদের মানুষ তাতে ছিলেন। বহু বছর সেই মামলা পরিচালনায় তাঁকে অভিভাবকের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনে, চালের কর্ডনিং প্রথার নামে সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পঠন পাঠন চালু রাখার দাবিতে, স্বাস্থ্য আন্দোলনে, নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনের সময়, অসুস্থ শরীর নিয়ে আর জি কর আন্দোলনে, রাজ্য-জেলা-স্থানীয় স্তরে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কর্মীদের আচার-ব্যবহারে ত্রুটি দেখলে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হতেন। নেতাদের সাহায্য নিয়ে অথবা নিজ প্রচেষ্টায় তাদের ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট কমরেডরা নেতৃত্ব দিচ্ছে দেখে তিনি আনন্দ পেতেন ও তাদের নেতৃত্বে খুশি মনে কাজ করতেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল মূল্যবোধ ও রুচি-সংস্কৃতিতে উন্নত মানের একজন কমরেডকে হারাল।

১০ মার্চ তাঁর স্মরণে জয়নগর রূপ-অরূপ হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী ও কমরেড অশোক সামন্ত উপস্থিত ছিলেন। সভায় দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু।

কমরেড শিশির সরকার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 33 Bengali Weekly March 27, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

আসাম বিধানসভা নির্বাচনে ৪২ আসনে লড়ছে এসইউসিআই(সি)

৯ এপ্রিল আসাম বিধানসভা নির্বাচন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল এই নির্বাচনে ৪২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দলের রাজ্য সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস বলেন,

রাজ্যের জনজীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে সব ধরনের জিনিসের মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধি, তীব্র বেকার সমস্যায় রাজ্যের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ আজ জর্জরিত। বিজেপি জোট বা কংগ্রেস জোটের বক্তব্যে জনজীবনের সংকট সমাধানের কোনও দিশা নেই।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর স্পষ্ট বক্তব্য, শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণের কিছু দাবি আদায় করা সম্ভব। তাই পুঁজিপতি শ্রেণির অর্থে ও প্রচারে লালিত-পালিত বিজেপি ও কংগ্রেস জোটকে পরাস্ত করে রাজ্যের প্রকৃত বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

।। বিধানসভা কেন্দ্র ও প্রার্থীদের নাম ।।

কাছাড়
১) শিলচর — ভবতোষ চক্রবর্তী
২) ধলাই — গৌর চন্দ্র দাস
৩) উদারবন্দ—দিলিপ কুমার রী
৪) বড়খলা— শম্পা দে
৫) সোনাই— অঞ্জন কুমার চন্দ
৬) কাটিগড়া— হিল্লোল ভট্টাচার্য

করিমগঞ্জ
৭) করিমগঞ্জ (নর্থ)— অরুণাংশু ভট্টাচার্য
৮) করিমগঞ্জ (সাউথ)— রূপশ্রী গোস্বামী
৯) রামকৃষ্ণনগর— সঞ্চিতা শুক্ল
১০) পাথারকান্দি— বিজিত কুমার সিনহা

হাইলাকান্দি
১১) হাইলাকান্দি— ময়ুখ ভট্টাচার্য
১২) আলগাপুর— আলতাফ হুসেইন মজুমদার

গোয়ালপাড়া
১৩) গোয়ালপাড়া (পশ্চিম)— মৃত্যুঞ্জয় রাভা
১৪) গোয়ালপাড়া (পূর্ব)— মহিবুল ইসলাম
১৫) জলেশ্বর— সাইফুল ইসলাম

ধুবুড়ী
১৬) ধুবুড়ী—সাহানা আখতার
১৭) বীরসিং-জরুয়া— আব্দুস সবুর মিয়া

দক্ষিণ শালমারা— মানকাচর
১৮) মানকাচর— শহিদুর আলম

বঙ্গাইগাঁও
১৯) বঙ্গাইগাঁও—প্রণীতা বর্মন
২০) সৃজনগ্রাম— হানিফ আলি শেখ

বড়পেটা
২১) চেঙ্গা— জহিরুল ইসলাম
২২) পাকা বেতবাড়ি— হালিমা খাতুন

নলবাড়ি
২৩) নলবাড়ি— কেনেডি পেগু
২৪) বরক্ষেত্রী— মুনীন্দ্র দলে
২৫) টিহু— প্রমোদ ভাগবতী

কামরূপ (গ্রাম্য)
২৬) কমলপুর— শিশির কাকতি
২৭) সমরীয়া— দিলোওয়ারা হুসেইন

তামুলপুর
২৮) গোরেশ্বর — কবিন বড়ো

দরং
২৯) মঙ্গলদৈ— অজিত আচার্য
৩০) সিপাঝাড়— মুন ডেকা

ওদালগুড়ি
৩১) টংলা— জিতেন্দ্র চলিহা
৩২) ভেরগাঁও — স্বর্ণলতা চলিহা

শোণিতপুর
৩৩) তেজপুর— নয়নমণি চৌধুরী
৩৪) বড়ছলা— চম্পা কুর্মী

লক্ষীমপুর
৩৫) লক্ষীমপুর— বিরীঞ্চি পেগু
৩৬) রঙানদী— হেমকান্ত মিরি
৩৭) ঢকুয়াখানা— জ্যোতিকা দলে

ধেমাজি
৩৮) ধেমাজি— লিলি দলে

ডিব্রুগড়
৩৯) নাহারকাটিয়া— মহেন্দ্র ধাদুমীয়া

যোরহাট
৪০) যোরহাট— হেমন্ত পেগু

মাজুলী
৪১) মাজুলী— ভাইটি রিছং

নগাঁও
৪২) নগাঁও বটদ্রবা— বর্ণালী শর্মা

কেরালায় ৩৪টি, তামিলনাড়ুতে ৪টি, পুদুচেরিতে ১টি বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এসইউসিআই(সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-ই একমাত্র বিকল্প

সাতের পাতার পর

নির্ধারিত হয়।" (দি স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশন)

সাধারণ মানুষের প্রকৃত বিকল্প কী

গত '৫২ সাল থেকে এ দেশের মানুষ ভোট দিয়ে এই দলগুলোর কাউকে না কাউকে জিতিয়ে আসছে। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভোট দিয়ে সরকার পাল্টানো যায়, শোষণমূলক ব্যবস্থাকে পাল্টানো যায় না। এই ব্যবস্থাকে পাল্টাতে হলে লড়াই চাই, আন্দোলন চাই। এটা তত্ত্বকথা বলে এড়িয়ে গেলে জনসাধারণেরই ক্ষতি। ইতিহাসে আমরা দেখি মানুষ যতটুকু অধিকার অর্জন করেছে, তার জন্য তাকে লড়তে হয়েছে। লড়াই ছাড়া, আন্দোলন ছাড়া শাসকরা কোনও অধিকার দিয়ে দেয় না। যারা বর্তমান ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে তারা কখনোই বিনা লড়াইয়ে এক কপর্দকও আপনাকে দেবে না। তাই লড়াই আন্দোলনই একমাত্র বিকল্প। যারা লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলছে, আপনার অধিকার আদায় করার জন্য জীবনপাত করছে, বুঝবেন তারাই আপনার প্রকৃত বন্ধু। যে দল লড়াই আন্দোলনে আপনার সাথী, সেই দলই তো আপনার ভোট পাওয়ার প্রকৃত দাবিদার। তাদের শক্তিবৃদ্ধি মানে জনগণের সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি। তাদের প্রতিনিধিকে বিধানসভায় পাঠাতে পারলেই একমাত্র আপনার কণ্ঠস্বর বিধানসভার ভিতরে পৌঁছাবে। তাই কোন দলের গ্ল্যামার বেশি, কার টাকা বেশি, লোকবল বেশি, প্রচার বেশি— এ সব বিচার অর্থহীন। কোন দলকে দিয়ে কোন দলকে হারাবো— এই চিন্তা নয়, আজ সাধারণ মানুষের প্রয়োজন কী করলে সত্যিই নিজেরা জিতবেন, তা দেখা। মানুষের জয় আনতে পারে সংগ্রামী বামপন্থা। এই জন্যই নির্বাচনে সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতিকে চিনে নিতে হবে। এটাই হল দল বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আপনার লড়াইয়ের সাথী

ভোটসর্বস্ব দলগুলোর একেবারে বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী বামপন্থার শক্তি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। এই দল নির্বাচনে লড়ছে জনস্বার্থে গণআন্দোলন গড়ে তোলার শক্তিকে জেতানোর আহ্বান নিয়ে। কেন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ- শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই দল নির্বাচনী লড়াইকে গণআন্দোলনের পরিপূরক লড়াইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কথা এত জোর দিয়ে বলে? মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা দেখায়, ভোটে জেতে দল, মানুষ জেতে একটার পর একটা গণআন্দোলনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, "ভোটের মারফত হাজারবার সরকার পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইন কানুন সংশোধন করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা থেকে জনসাধারণের মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।"

এই শিক্ষার ভিত্তিতেই এস ইউ সি আই (সি) জন্মলগ্ন থেকেই সাধারণ মানুষের লড়াই আন্দোলনের পাশে থেকেছে। মানুষকে সংগঠিত করে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের অসংখ্য কর্মী আহত হয়েছেন। দু'জন যুবকর্মীর চোখ চলে গিয়েছে। এই লড়াইয়ের জন্যই দক্ষিণ ২৪ পরগণার নেতা কমরেড সুধাংশু জানাকে হত্যা করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতকারীরা। আর জি কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের হত্যা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে, প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজ্যব্যাপী লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। কখনও দলীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে, আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণকমিটি গড়ে তুলে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ব্লকে ব্লকে চাষিদের নিয়ে সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু করে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে এবং বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবিতে আন্দোলন, আশাকর্মী সহ স্কিম ওয়ার্কারদের আন্দোলন, জুট শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, বাইক ট্যাক্সিচালক, চা শ্রমিকদের সংগঠিত করে দলের শ্রেণি ও গণসংগঠনগুলি আন্দোলন গড়ে তুলছে। একই সাথে বিজেপি সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি, তৃণমূল সরকারের রাজ্য শিক্ষানীতি, পরীক্ষার সেমেস্টার পদ্ধতি ও ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন রুখতে পদক্ষেপের দাবিতে, মদ সহ মাদকের প্রসার বন্ধের দাবিতেও এই দল লড়ছে। প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার আন্দোলন সহ বহু গৌরবময় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই (সি) আজ গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি হিসেবে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এই দলের কিশোর কর্মী শহিদ মাধাই হালদারের রক্তধারা, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের বাস ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহিদ আবুল রজক ও শোভারাম মোদকের রক্তধারার সাথে জড়িয়ে আছে সংগ্রামের ইতিহাস। সুন্দরবন এলাকার তেভাগা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে গরিব মানুষের আন্দোলনের নেতা আমির আলী হালদার, মোকাররম খাঁ, সুষেণ মাইতি, অশোক হালদার সহ শতাধিক শহিদ এই দলের সংগ্রামী লাল পতাকা বুকে জড়িয়ে রক্ত ঢেলে গেছেন কৃষকের অধিকার, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে।

গণআন্দোলনের শক্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) ২৩০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গণআন্দোলনের পরীক্ষিত সৈনিকরাই আমাদের দলের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের লড়াইকে শক্তিশালী করতে সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করুন এবং সর্বত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com